Living the Lotus

Buddhism in Everyday Life

2024
VOL. 226

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

Living the Lotus
Vol. 226 (July 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

"আমাদের জীবন" এবং "অনন্ত জীবন"

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

জীবন একটি রিলেই দৌড়

বুদ্ধের শিক্ষাকে সাবলীল ও সহজবোধ্য উপায়ে ব্যাখ্যা করে আসা রিনজাই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু মাৎসুবারা তাইদো মহোদয়ের ৮৮বছর বয়সে রচিত একটি গান আছে।

৮০ বছরেরও বেশি আমার প্রয়াত মায়ের হাত ধরে, পাহাড় ও নদী পেরিয়ে আজ এখানে পৌঁছেছি। ওবোন (পূর্বপুরুষ বন্দনা) সম্পর্কিত একটি বক্তব্যে মাৎসুবারা মহোদয় এই গানের মধ্যে "মা ধন্যবাদ, মা। এই পর্যন্ত আমাকে জীবিত এবং শক্তিশালী রাখার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ" বলে অকপটে মায়ের প্রতি তার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

যখন ওবোন এর ঋতু আসে, সকলের মতো আমার মধ্যেও প্রয়াত পিতামাতার প্রতি অনুভূতি গভীরতর হয়। মাৎসুবারা মহোদয় যে বয়সে গানটি রচনা করেছিলেন, আগামী বছর আমার মতো অনেকে সেই বয়সে পদার্পন করবে। তাঁর বইয়ের নিম্নোক্ত অংশটুকুও আমার মনে গেঁথে আছে:

"জীবন একটি অনন্ত রিলেই দৌড়ের মত, এবং মানুষের বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়া মানে লক্ষ কোটি বছর ধরে চলা জীবনের রিলেই দৌড়ের রানার হিসাবে কঠোর পরিশ্রম করা, তারপর পরবর্তী দৌড়বিদের কাছে দন্ডটি হস্তান্তর করা।" ("তাইদো মাৎসুবারা'র ধর্মোপদেশ" কোসেই প্রকাশনা।)

যাদের প্রাণ আছে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে এক সময় মারা যাবে। যখন আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায় সেই মুহূর্তটিকে "জীবনের লক্ষ্য" হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে। যাহোক, মাৎসুবারা মহোদয় জীবনকে "অনন্ত রিলেই দৌড়" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যু মানে জীবনের শেষ নয় বলে মেনে নেয়ার এই অনুচ্ছেদে আমি এক অবর্ণনীয় সান্ত্বনার অনুভূতি অনুভব করি। দৌড়ানোর দূরত্ব এবং দৌড়ানোর পদ্ধতিও

প্রতিটি ব্যক্তির আলাদা, তবে প্রত্যেকেই একটি মহান জীবনের ক্রিয়াকলাপের একাংশ হিসেবে যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ানো রিলের রানার এবং এভাবে জীবনের পালাবদলের দন্ডটি চিরকালের জন্য হস্তান্তরিত হয়। এভাবে গ্রহণ করলে অনেকটা সতেজ বোধ হতে পারে।

"অনন্ত জীবন" যাপন করা

ক্যিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অধ্যাপক হিরাসাওয়া কোও লক্ষ কোটি বছর ধরে চলে আসা জীবনের ক্রিয়াকলাপকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করে বলেন, "মৃত্যু হলো, প্রকৃতির দেওয়া জীবনটি, মূল প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া, মহান প্রকৃতির একটি অংশ হয়ে ফিরে পুনরায় বিশাল প্রকৃতি নির্মাণে অংশ নেয়া। এটা 'নিঃশেষ' হয়ে যাওয়া নয়, বরং নতুন প্রকৃতি বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করা" (আজকেও আনন্দের সাথে বেঁচে থাকি" চিচি প্রকাশনা হাউস)।

এই কথাগুলো থেকে মৃত্যুর একাকীত্ব বা দুঃখ অনুভব হয় না। বরং আমাদের জীবন হলো জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলতে থাকা এক বিরাট নদীর মতো। এখানে জন্মভূমি তথা মহান প্রকৃতির কাছে ফিরে "অনন্ত জীবন" হয়ে বেঁচে থাকার চমৎকার চিত্র উদ্ভাসিত হয়।

অনেক লোক, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাদের কাছে আসবে ভেবে ভয় পায়, উদ্বিগ্ন হয়। নিজে এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও চায় না, এমন লোকও আছে। যাহোক, বুদ্ধের সত্য অন্বেষণের জন্য প্রেরণাও, সমস্ত মানুষকে জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা থেকে যেহেতু সৃষ্টি হয়েছিল, তাই মৃত্যু এড়াতে চাওয়ার চিন্তা করাকে একটা স্বাভাবিক আবেগও বলা যায়। শাক্যমুনি বুদ্ধ কিন্তু, আমাদের মতো মানুষদের এই ধরনের দুঃখকষ্ট এবং সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার উপায় হিসাবে, অনিত্যতার শিক্ষা থেকে শুরু করে সত্য-ধর্মের আলোকে চারটি আর্যসত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের শিক্ষাগুলি প্রত্যেক মানুষের পরিত্রাণ, দুঃখকে কিভাবে গ্রহণ করা যায় এবং ধর্মানুশীলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন। বস্তুত, সরিষা বীজের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত, শিশু সন্তানকে হারানো কৃশা গৌতমী শাক্যমুনি বুদ্ধের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে কিভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন "আমি, আটটি ব্যবহারিক পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত মহৎ পথ, অমরত্ব লাভের পথের অনুশীলন করেছি, এবং আমি আমার হৃদয়ে শান্তি অনুভব করেছি, সেইসাথে সত্যের আয়না দেখেছি।"

এখন, এই স্বীকারোক্তিতে কৌতুহলের বিষয় হলো "অমরত্ব" শব্দটি। শাক্যমুনি বুদ্ধও সূত্রনিপাতে বলেছেন, যে ব্যক্তি মনোজমিনের আবাদ করবে সেই ব্যক্তি "অমরত্বের ফল" লাভ করবে, কিন্তু এই "অমরত্ব" বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

বাস্তবে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া আমাদের প্রতিদিন শান্তিতে বেঁচে থাকার অন্যতম সূত্র হিসেবে আগামী সংখ্যায় এই "অমরত্ব" সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা করার আশা রাখি।

『কোসেই』 জুলাই, ২০২৪।

Interview

মে সংখ্যা থেকে অব্যাহত, জুলাই সংখ্যায়, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রিস্‌সো কোসেই-কাই গাকুরিন থেকে স্নাতক যুবকের একটি সাক্ষাৎকার।

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা বন্ধুদের নিয়ে একটি উন্নত ভারতীয় সমাজের লক্ষ্যে

ভারতের বুদ্ধগয়া হোজা
বিশ্বজিৎ গৌতম

গাকুরিনের ছাত্র হিসেবে আপনার দু'বছর দিকে ফিরে তাকিয়ে সবচেয়ে স্মরণীয় স্মৃতি সম্পর্কে বলুন।

স্বাভাবিকভাবেই, যখন আমি প্রথম জাপানে এসেছিলাম, তখন আমি প্রায়শই ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য দ্বারা বিভ্রান্ত ছিলাম এবং আমি একজন নার্ভাস ব্যক্তিও ছিলাম, তাই আমি লোকের সামনে কথা বলতে খুব একটা পটু ছিলাম না। যাইহোক, আমাকে প্রায়শই গাকুরিনে মডারেটরের মতো ভূমিকা পালন করতে বলা হত এবং প্রতিবার যখন আমি এটি করতাম, তখন আমি উদ্বেগ এবং নার্ভাসনেস দ্বারা আঘাত পেতাম এবং আমি অনুভব করতাম যে আমি এটি করতে পারব না। সেই সময়, প্রশিক্ষক এবং সিনিয়ররা আমাকে উত্সাহিত করেছিলেন, বলেছিলেন, "আপনি এটি করতে পারেন" বা "চিন্তা করবেন না, এটি ঠিক আছে" এবং যদিও আমি ব্যর্থ হয়েছি, আমি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি। যারা আমাকে পরিবারের মতো আচরণ করেছিলেন তাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ, আমি আমার দুই বছরের গাকুরিন জীবন উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছি এবং এখন আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা এবং উত্তেজনায় পূর্ণ।

আমি বিশ্বাস করি আপনি গাকুরিনে বৌদ্ধধর্ম এবং সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করেছেন, তবে আপনি সবচেয়ে বেশি কী শিখেছেন?

যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল তা হল বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা, “কার্যকারণ নীতি” এর শিক্ষা। দৈনন্দিন জীবনে, যখন আমাদের কোনও সমস্যা হয়, তখন আমরা প্রায়শই নিজের চেয়ে অন্য কিছুর মধ্যে কারণটি সন্ধান করি, এবং অন্য ব্যক্তি বা আমাদের চারপাশের পরিবেশকে দোষারোপ করি। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির সামান্যতম পরিবর্তন হয় না। এখন, কী ধরনের মনোভাব নিয়ে, কীভাবে আমি আমার সামনের ঘটনাগুলোকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে পারি? মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি যে ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত আছেন তাকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না,

গাকুরিনের সহপাঠী এবং প্রশিক্ষকদের সাথে (ধর্মচক্র ভবন, বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় মি.বিশ্বজিৎ)

সাক্ষাতকারের সময় মি. বিশ্বজিৎ

তাই কারণ হিসাবে নিজেকে পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকারণ নীতির শিক্ষার মাধ্যমে, আমি শিখেছি যে সুখের চাবিকাঠি হলো "সবকিছু নিজের উপর"।

আপনি "ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা এবং বৌদ্ধধর্মে ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা" থিমের উপর একটি উপস্থাপনা দিয়েছিলেন।

বর্ণ ব্যবস্থা হিন্দু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যা বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজে অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে বর্ণ ব্যবস্থা অবৈধ, তবে সংবিধানের উদ্দেশ্য হলো "বৈষম্য দূর করা", কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থা একটি রীতি হিসাবে রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, নিম্নশ্রেণীর মানুষের মর্যাদার বিরুদ্ধে বৈষম্য এখনও গভীরভাবে প্রোথিত, এবং এটি শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং সংঘাত ও কলহের কারণ এবং অপরাধ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে। আমি বিশ্বাস করি, যতদিন ভারতে জাতপাত থাকবে, ততদিন দেশের উন্নতি ও শান্তিপূর্ণ হওয়া কঠিন হবে।

নিম্নতম বর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি দলিত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী, বর্ণপ্রথা কাটিয়ে উঠতে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত

গাকুরিন "ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম" এবং "আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সহযোগিতা" এর জন্য একটি বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বৌদ্ধধর্ম এবং লোটাস সূত্রের উপর ভিত্তি করে সর্বাত্মক শিক্ষার মাধ্যমে, আমরা ব্যবহারিক বৌদ্ধ প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সহযোগিতা এবং শান্তি বিনির্মাণে নিযুক্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলি।

গাকুরিন ইংরেজি ওয়েবসাইট

হওয়া এবং বিচারমন্ত্রী হিসাবে ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরিতে অবদান রাখা ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা এবং কর্ম ছিল অতুলনীয়, যিনি বর্ণ ব্যবস্থার নিম্নতম স্তরের অন্তর্গত একটি দলিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে "সমস্ত মানুষ মূল্যবান এবং অপূরণীয়" এবং প্রত্যেকেই বুদ্ধ হতে পারে। আমি এই থিমটি বেছে নিয়েছি কারণ আমি সাম্যের ধারণা এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার শিক্ষা অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলাম।

জাপান থেকে ফিরে আসার পরে আপনি কীভাবে আপনার গবেষণার ফলাফলগুলি বাস্তবায়িত করার এবং সেগুলি কার্যকর করার পরিকল্পনা করছেন?

আমার এলাকায় দলিত সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে, দলিতদের তাদের সামাজিক জীবনে উচ্চবর্ণ থেকে পৃথক করা হয়েছে, যেমন তারা কোথায় বাস করে, কোথায় তারা যায়, যেখান থেকে তারা জল নিয়ে আসে এবং যেখানে তারা উপাসনা করতে পারে, কারণ তারা এমন চাকরি নিয়েছে যা লোকেরা তাদের বিপদের কারণে পছন্দ করে না, যেমন পশু প্রক্রিয়াকরণ এবং নোংরামি নিষ্পত্তি। শিশুরা পড়তে বা লিখতেও পারে না কারণ তারা শিক্ষার সুযোগ পায় না, এবং অনেক শিশু শিশুশ্রমে জড়িত হতে বাধ্য হয়, ভিক্ষা করে এবং জীবিকার জন্য আবর্জনা সংগ্রহ করে এবং তাদের মধ্যে অপরাধমূলক কর্মকান্ড দিন দিন বাড়ছে। দলিতরা ভারতজুড়ে বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টাকে সহিংসভাবে দমন করছে। বৈষম্য সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করার জন্য, আমি শিশুদের শিক্ষাকে সমর্থন করার দিকে মনোনিবেশ করতে চাই এবং সমাজের উন্নতির জন্য পরিবর্তন আনতে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এমন লোকদের সাথে কাজ করতে চাই।

এই লক্ষ্যে, বৌদ্ধধর্ম, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র, প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা এবং ডঃ আম্বেদকরের চেতনার উপর ভিত্তি করে, আমরা (১) বর্ণের দ্বারা বৈষম্যমূলক নয় এমন সমস্ত মানুষ ও ধর্মকে সম্মান করার পরিকল্পনা করছি, (২) নিম্নবর্ণের শিশুদের জন্য শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করব, এবং (৩) বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে বিনিময় এবং সংলাপের আয়োজন করব। এবং আমি বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা এবং সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা, যা আমি গাকুরিনে শিখেছি, তা অনেক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। বিশেষত, আমি আমার কাছের দলিত শিশুদের স্টেশনারি সরবরাহ করতে চাই, তাদের কীভাবে পড়াশোনা করতে হয় তা শেখাতে চাই এবং তাদের সাথে আলাপচারিতার সময় তাদের সাথে খেলাধুলা করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে এবং মানুষ হিসেবে

২৪ মার্চ, ২০২৪ মি.বিশ্বজিৎ নিজ বাড়িতে গয়া হোজার সদস্যদের সাথে বন্দনায় দোওশির দায়িত্ব পালন করছেন।

গাকুরিনের শিক্ষার্থীরা ফলানো ধান কাটার পর বন্ধুদের সাথে (মি. বিশ্বজিৎ ডান দিক থেকে তৃতীয়)

বেড়ে উঠতে পারে।

এছাড়াও, ক্রিকেট এবং সকারের মতো খেলার মাধ্যমে, আমরা বিভিন্ন বর্ণের সাথে বিনিময় করতে পারি এবং একসাথে গাছ লাগানোর মতো স্বেচ্ছাসেবী ক্রিয়াকলাপ করে আমরা পারস্পরিক বোঝাপড়া গভীর করতে পারি এবং ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। তবে এসব কাজ একা করা সম্ভব নয়। প্রথমত, রিস্সো কোসেই-কাই বুদ্ধগয়া হোজার সকলের সহযোগিতায় আমি ধীরে ধীরে সমমনা বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে চাই।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে কি এমন কোনও শিক্ষা রয়েছে যা আপনাকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করেছে?

পূর্ণ বোধিসত্ত্বের "অর্ধ-পদক্ষেপ নীতি", যা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের পাঁচশত শিষ্যদের ভবিষ্যদ্বাণী লাভ অধ্যায়ে প্রচারিত হয়েছে, এটি সবচেয়ে স্মরণীয়। যখন তিনি মানুষকে বুদ্ধের শিক্ষার দিকে পরিচালিত করেছিলেন, তখন তিনি অর্ধ ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাতে লোকেরা তাঁর নিকটবর্তী বোধ করে এবং তাঁকে বিশ্বাস করে ও তাঁকে অনুসরণ করে। আমি গাকুরিনে যা শিখেছি তা কাজে লাগাতে চাই, এবং জাপান থেকে ফিরে আসার পর, আমি বুদ্ধগয়া হোজার সকলের সাথে একসাথে কাজ করতে চাই, এবং যদি সম্ভব হয় তবে আমি এমন একজন নেতা হতে চাই যিনি পূর্ণ বোধিসত্ত্বের মতো অর্ধেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সময় সবাই একসাথে বেড়ে উঠতে পারেন।

সবশেষে, ভবিষ্যতের জন্য আপনার স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের বলুন।

ভারতে হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। আমার একটি খুব বড় স্বপ্ন হলো, এখন থেকে ভারতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং ধর্মীয় সহযোগিতা জন্য কাজ করা। গত বছর যখন আমি গাকুরিনের আরেক সম্প্রদায়ের সাথে প্রশিক্ষণ নিতে ক্যিওতো গিয়েছিলাম এবং তেন্দাই সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির এনরিয়াকুজি মন্দির পরিদর্শন করেছিলাম তখন আমি এভাবেই অনুভব করেছিলাম।

আমি প্রথমবারের মতো জানতে পারি যে, ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে "মাউন্ট হিয়েই ধর্মীয় শীর্ষ সম্মেলন" তৎকালীন সম্রাট ইয়ামাদা কেইরি মহোদয় এবং সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি চিন্তা করেছিলাম যে প্রতিষ্ঠাতা নিজস্ব উপায়ে ধর্মীয় সহযোগিতার জন্য যে আবেগ এবং কর্ম নিবেদিত করেছিলেন তা কীভাবে আমি নিজে প্রতিফলন করতে পারি। ভবিষ্যতে, আমি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং ধর্মীয় সহযোগিতার বিকাশের একটি ঘুঁটি হিসাবে কাজ করে ভারত এবং বিশ্বের শান্তিতে অবদান রাখতে চাই, যেন ধর্মীয় লোকেরা একে অপরকে বোঝে এবং স্বীকৃতি দেয়।

কার্টুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সদস্যপদ গ্রহণ করলে

হাতে হাত ধরাই (তেদরি)

ধর্ম শিক্ষা যতই চমৎকার হোক, শুধুমাত্র সদস্য হয়ে সুখী হতে পারবেন না। জীবনে শিক্ষা প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে, জ্যেষ্ঠ সদস্যরা নতুন সদস্যদের হাতে হাত ধরে শিক্ষাদানকে বলা হয় "তেদরি অনুশীলন"।

নতুন সদস্যরাও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের অনুসরণ করে অনেক কিছু শিখতে পারে। অন্য ব্যক্তির করা প্রশ্নের মাধ্যমে, আপনার নিজের অধ্যয়নের অভাব বুঝতে সক্ষম হবেন এবং এটি থেকে শিখতে পারবেন।

এছাড়াও, আপনি যাদের সাথে দেখা করেন তাদের চিন্তাভাবনা শুনে এবং তাদের আচরণ দেখে, আপনি নিজেকে ফিরে দেখার সুযোগ পেতে পারেন।

পাদটিকা

রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ে "নতুন সদস্য অবিলম্বে ধর্মপ্রচারক"এমন একটা ধারণা আছে। এর মানে হলো যোগদানের দিন থেকে, অন্যকে খুশি করা এবং আপনার জ্যেষ্ঠরা যা শিখিয়েছে তা অন্যদের জানানোর ভূমিকা পালন করতে পারি। তাই আসুন জ্যেষ্ঠ সদস্যদের সাথে "তেদরি"তে হাঁটি।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

ধর্মশিক্ষা গ্রহন ও অনুশীলন (হোজা, ধর্মীয় শিক্ষা)

ক্যিওকাই বা অন্য কোনো জায়গায় সদস্যরা বৃত্তাকারে বসে বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহন করার স্থান হলো "হোজা"।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ আমরা হোজাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এখানে বুদ্ধের শিক্ষা চর্চা করে যারা সুখী হয়েছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন এবং এমন যাদের সমস্যা আছে তারা এখান থেকে ধর্মীয় উপদেশ নিয়ে থাকেন।

এছাড়াও, বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করার পাশাপাশি, অধ্যয়নকৃত শিক্ষাগুলি ক্রমাগত নিজের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলনে বিষয়ে চিন্তা করাই হলো "ধর্ম অধ্যয়ন"।

এই "হোজা" এবং "ধর্ম অধ্যয়ন" পুনরাবৃত্তি করে, যে কেউ নিজের চরিত্রকে উন্নত করতে পারে।

পাদটিকা

মূলত, "হোজা হলো যেখানে বুদ্ধ এবং ধর্ম প্রচারকারী ব্যক্তি উপবেশন করেন এমন উঁচু আসনকে বুঝায়। আবার, ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার করা হয় এমন স্থান বা সমাবেশকেও বোঝানো হয়।

বুদ্ধের সাথে গভীর বন্ধন

「বুদ্ধের সাথে বন্ধন」 সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

এবার নতুন ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য, আমাদের এবং বুদ্ধের মধ্যে "বন্ধন" সম্পর্কে কথা বলতে চাই। এখন থেকে প্রায় ১,৪০০ বছর আগে চীনে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলি সুশৃঙ্খলভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যাকে "লিটল বুদ্ধ" বলা হতো, তিনি হলেন তেন্দাই বৌদ্ধ ধর্মের মহান গুরু ঝিয়ি মহোদয়। যখন তিনি অনুশীলন রত অবস্থায় ছিলেন তখন এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল।

একবার, ধর্মগুরু নানুয়ে হুইসি নামে একজন বড় ভিক্ষু, গোয়াংজু (হোনান প্রদেশ) এর দাসু পর্বতে আছেন জেনে, তেন্দাই'র ধর্মগুরু যুদ্ধের মধ্যে মরিয়া হয়ে হাঁটার মতো চেতনা নিয়ে পর্বতটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এ সময় ধর্মগুরু নানুয়ে তরুণ তেন্দাই'র ধর্মগুরু দিকে একবার তাকিয়ে বলেন:

"অতীতে, গৃদ্রকূট পর্বতে তোমার সঙ্গে পুণ্ডরীক সূত্র শ্রবণ করেছিলাম। সেই অতীত বন্ধনের কারণে, এখন তুমি আমার কাছে এসেছ।"

গৃধ্রকুট পর্বত হলো শাক্যমুনি বুদ্ধ যেখানে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র প্রচার করেছিলেন। "অতীতবন্ধন" মানে পূর্ববর্তী জীবন থেকে একটি সংযোগ।

প্রসঙ্গক্রমে, তেনদাই সংস্থার (১৯৯০ সালের সময়) প্রধান ইয়ামাদা ইতাই মহোদয় এবং চীনা বৌদ্ধ সমিতির প্রেসিডেন্ট ঝাও পুচু উভয়েই, আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী বৌদ্ধ নেতা। ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে, উভয় মাস্টারের সাথে পুরো তিন দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র সম্পর্কে কথা বলে সময় কাটিয়েছিলাম। সেই সময়, জনাব ঝাও পুচু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস এবং আনন্দের সাথে বারবার এই কথাটি বলেছিলেন।

"এভাবে আমরা তিনজন যখন সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র সম্পর্কে কথা বলি তখন খুব আনন্দ অনুভব হয়। শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন গৃধ্রকুট পর্বতে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র প্রচার করেছিলেন, আমরা অবশ্যই একসাথে শুনেছি এতে কোনো ভুল নেই।"

আমি মুহূর্তের জন্য অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে, এই পৃথিবীতে যারা একে অপরকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারে, তাদের মধ্যে পূর্বজন্ম থেকে এক ধরণের "বন্ধন" থাকার বিষয়টি গভীরভাবে অনুভব করতে পারি।

আমাদের সকলের শ্রদ্ধার সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে "ভবিষ্যদ্বাণী সূত্র" বলা হয়ে থাকে। "ভবিষ্যদ্বাণী" এর অর্থ হলো, বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের "তুমি ভবিষ্যতে অবশ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করবে" বলে বুদ্ধত্ব লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। এবং সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে বিপুল সংখ্যক শিষ্যকে বুদ্ধত্ব লাভের আশ্বাস দানের বিষয়টি বারবার প্রচার করা হয়।

তাছাড়া সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র হলো, "নিরন্তর অনুশীলনের সূত্র"। "নিরন্তর অনুশীলন" এর অর্থ হলো, একজন ব্যক্তি বারবার পুনর্জন্ম লাভ করে ধারাবাহিকভাবে ধর্মানুশীলন করে যাওয়ার মাধ্যমে অবশেষে বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হন।

এই দুটির সমন্বয়ে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে বুদ্ধের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সূত্রও বলা যেতে পারে। কেননা, এই সূত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, বুদ্ধের সাথে গভীর "বন্ধনের" বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

নিক্কিও নিওয়ানো বাণী সংগ্রহ1 『বোধি বীজকে জাগ্রত করা』 পৃ.৫৩-৫৫

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

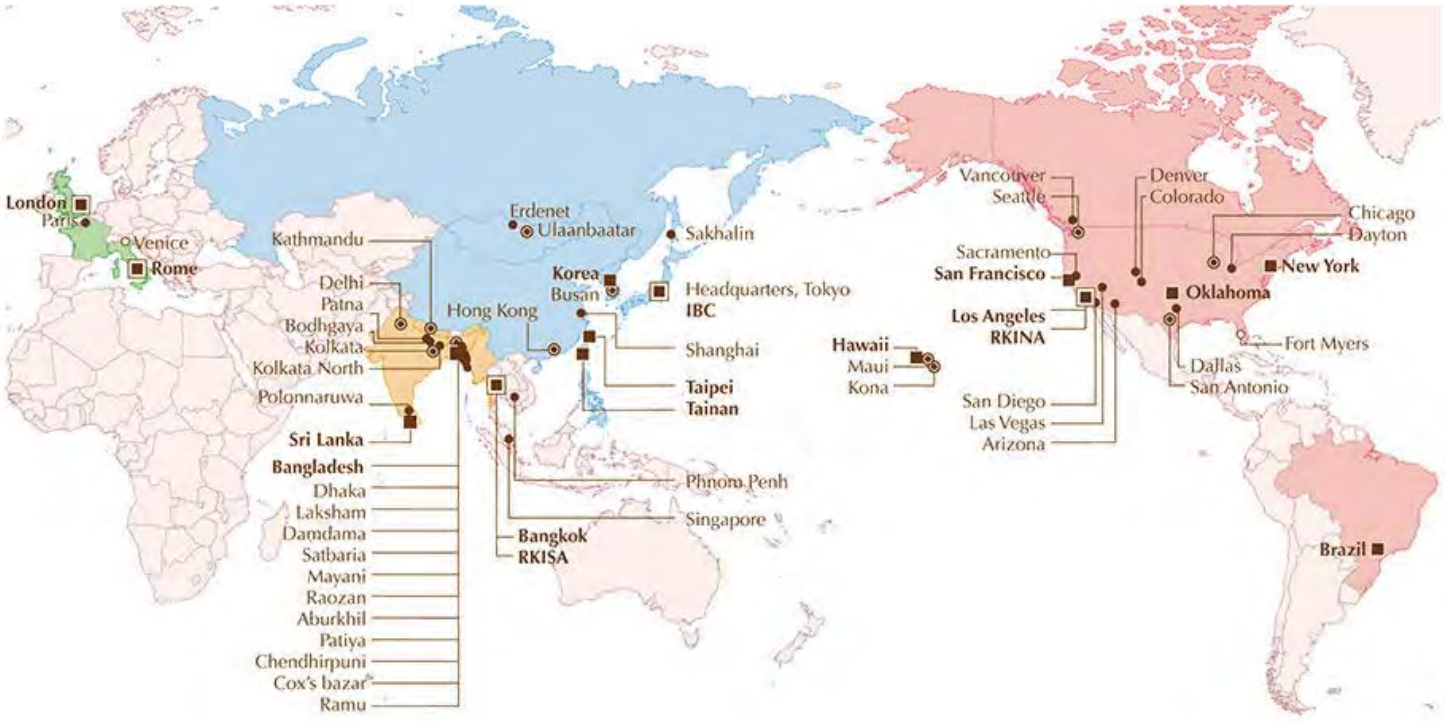

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp